■ বিশেষ ক্রোড়পত্র ■ ১৮ পৌষ ১৪৩১, ০২ জানুয়ারি ২০২৫, রোজ বৃহস্পতিবার

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা
১৮ পৌষ ১৪৩১
০২ জানুয়ারি ২০২৫

বাণী

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস, ২০২৫' উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতের মাধ্যমে একটি বৈসম্যমুক্ত কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সকলের কাম্য। দেশের কল্যাণমূলক কার্যক্রমে ও উন্নয়নের সুফল সকলের কাছে পৌছে দিতে সমাজের দুস্থ ও অসহায় মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিকল্প নেই। জনগণের জীবনমান উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত ও মানবাধিকার সুরক্ষায় বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, সুবিধা বঞ্চিত শিশু, প্রান্তিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ প্রেক্ষাপটে জাতীয় সমাজসেবা দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য 'নেই পাশে কেউ যার, সমাজসেবা আছে তার' যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের অধীনে গভর্নমেন্ট টু পার্সন (জিটুপি) পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান ও বিভিন্ন কৌশলগত সংস্কার কর্মসূচি সামাজিক নিরাপত্তা বলয় দৃঢ়করণ ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের সুবিধাবঞ্চিত ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে প্রকৃত দুস্থ ও অসহায় মানুষের কাছে সরকারি সুবিধা পৌছে দেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি আশা করি, বৈষম্যহীনভাবে স্বচ্ছ যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ায় যোগ্য ব্যক্তিকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা বাংলাদেশকে একটি আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবো- ইনশাআল্লাহ।

আমি 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস, ২০২৫' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

প্রজন্মের প্রত্যাশাপূরণ ও কল্যাণরাষ্ট্র গঠনে সমাজসেবা অধিদপ্তরের ভূমিকা

মোঃ সাইদুর রহমান খান
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর

১৯৭১ সালে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী জনযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ শহিদ ও অসংখ্য মা-বোনের আত্মত্যাগের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘটে। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম মূলমন্ত্র ছিল বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা, বাক-স্বাধীনতা, মানবাধিকার ও মানবমর্যাদা সমুন্নত রাখা এবং নাগরিকদের জীবনমান উন্নত (Good Enough Life) করা। তবে জনমানুষের এই ঈপ্সিত লক্ষ্য নানা কারণে পূরণ হয়নি। বহুমাত্রিক নিপীড়ন ও বৈষম্যের যাতাকলে পিষ্ট হয়েছে সাধারণ মানুষের যাপিত জীবন। এমনই এক বঞ্চনার প্রেক্ষাপটে আমাদের তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্বে সংঘটিত হয় জুলাই বিপ্লব।

জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে আমাদের তরুণ প্রজন্ম তাদের রাষ্ট্র চিন্তা, বৈষম্যহীন সমাজগঠন ও কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে। নতুন প্রজন্মের প্রত্যাশার সাথে দেশের সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার মেলবন্ধন বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তর জনআকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে। সমাজসেবা অধিদপ্তর জুলাই বিপ্লবে আহতদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করতে পেরে গর্বিত। উল্লেখ্য, সমাজসেবা অধিদপ্তর হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ৫৩৮ টি হাসপাতালে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহত ২২৩৩ জন ছাত্র-জনতাকে ২ কোটি ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যা এখনো চলমান রয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তর বিপ্লবের চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে ব্যক্ত অঙ্গীকারের আলোকে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে দুস্থ, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, সুবিধাবঞ্চিত শিশু, অনগ্রসর ও প্রান্তিক মানুষের কল্যাণ, উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে জীবনচক্রভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

শিশু বিকাশ সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

শিশু বিকাশ ও সুরক্ষা কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম অনুষঙ্গ। সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিত্যক্ত, ঠিকানাহীন, দাবিদারহীন ও পাচারকারীদের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত শূন্য থেকে ৭ বছর বয়সী শিশুদের বিকাশ ও উন্নয়ন, চিকিৎসাসহ লালন-পালনের জন্য ৬টি ছোটমণি নিবাস পরিচালনা করছে। ৮-১৮ বছর বয়সের পিতৃহীন অথবা পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবার রয়েছে। এর মধ্যে বালকদের জন্য ৪৩টি, বালিকাদের জন্য ৪১টি এবং বালক ও বালিকা উভয়ের জন্য ১টি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি শিশু পরিবারে প্রবীণদের জন্য ১০টি আসন নির্ধারিত রয়েছে, যেখানে ৮৫০ জন প্রবীণ নাগরিক শিশুদের সাথে পারিবারিক পরিবেশে বসবাস করতে পারেন। কর্মজীবী নারীর সন্তানদের সেবা প্রদানের জন্য একটি দিবাকালীন শিশুযত্ন কেন্দ্র রয়েছে। দরিদ্র, অসহায়, ছিন্নমূল ও দুস্থ শিশুদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং আর্থ-সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের জন্য ৩টি দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের যুগোপযোগী কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে দেশে ৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করে যাচ্ছে। শিশু পরিবারের শিশুদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য রয়েছে ৫টি প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে শিশুদের লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিজেল মেকানিজম, সাধারণ ফিটার্স, ওয়েল্ডিং, উড ওয়ার্ক ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষ কারিগর দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দেশের এতিম ও অনাথ শিশুদের কল্যাণে নিবন্ধিত বেসরকারি এতিমখানার শিশুদের মাসিক ২০০০ টাকা করে সরকারি অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

শিশু সুরক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান

আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুদের কারাগারে না রেখে, তাদের সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য সমাজসেবা অধিপ্তরের অধীনে গাজীপুর ও যশোরে ৩টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে, যার একটি মেয়েদের জন্য নির্ধারিত। মেয়েদের জন্য স্থাপিত কেন্দ্রটি গাজীপুরের কোনাবাড়িতে অবস্থিত। আইনের সংস্পর্শে আসা মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের কারাগারের বাইরে নিরাপদ স্থানে রেখে উদ্বুদ্ধকরণ, কাউন্সেলিং ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর ৬ টি মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র (Safe Custody Home) পরিচালনা করছে। যৌনবৃত্তিতে নিয়োজিত ১৮ বছরের নিচে মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য ৬টি কেন্দ্র রয়েছে, যার ২টি কেন্দ্রে বর্তমানে এনডিডি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১ এর আওতায় ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরে জীবন-যাপনকারী ব্যক্তিদের আশ্রয় ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পরিচালিত হচ্ছে সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালিত করছে ৩টি আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সমাজসেবা অধিদপ্তর নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শিশু আইন, ২০১৩ এর বিধান অনুসারে ইউনিসেফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮ এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, যা ২৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। এ সেবা বিরতিহীনভাবে ২৪ ঘণ্টা প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রতিবন্ধীদের জন্য নানা ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পি.এইচ.টি. সেন্টার (Physicaly Handicapped Training Centre) পরিচালিত হচ্ছে। বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা প্রদানের জন্য রয়েছে ৪ টি সরকারি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য রয়েছে ১টি বিদ্যালয়। এছাড়া দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের সমন্বিতভাবে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৬৪ জেলা শহরে ৬৪টি সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য রয়েছে একটি প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, যা টংগীতে অবস্থিত। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, বাক-শ্রবণ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবকদের প্রশিক্ষণের জন্য বাগেরহাট জেলার ফকিরহাটে রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গ্রামীণ পুনর্বাসন উপকেন্দ্র। বয়স্ক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (TRCB)। মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের পরিচর্যা ও চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার রউফাবাদে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ফিজিওথেরাপি, স্পিচথেরাপি ও সাইকোথেরাপির ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষিত শিক্ষক তৈরির লক্ষ্যে ঢাকার মিরপুরে পরিচালিত হয়ে আসছে জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত এ প্রতিষ্ঠান ব্যাচেলর অব স্পেশাল এডুকেশন (BSED) ডিগ্রিসহ মাস্টার্স অব স্পেশাল এডুকেশন (MSED) ডিগ্রি বিষয়ে পাঠদান ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ব্যাপকতার বিচারে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ প্রথম দিকে রয়েছে। সরকার পরিচালিত ১২৩ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২৭টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে, যার মধ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে ২২টি কর্মসূচি। প্রাথমিকভাবে দেশের সকল ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে ১০ জন দরিদ্র বয়স্ক ব্যক্তিকে মাসে ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদানের মাধ্যমে বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে এ খাতে বাজেট ছিল মাত্র ১২.৫০ কোটি টাকা। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৬০.০১ লক্ষ জন এবং এ খাতে বরাদ্দ ৪৩৫০.৯৭ কোটি টাকা। জনপ্রতি মাসিক ভাতার হার ৬০০ টাকা। সমাজসেবা অধিদপ্তর বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সকল ভাতার অর্থ Government to Person (G2P) পদ্ধতিতে সেবাগ্রহীতার হাতের মুঠোয় পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।

বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা নারীদের দারিদ্র্য, দুঃখ, দুর্দশা ও অসহায়ত্ব লাঘবের লক্ষ্যে সরকার বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা প্রদান কর্মসূচি চালু করে। শুরুতে মাসিক ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হতো। বরাদ্দ ছিলো ৪.০৩ কোটি টাকা। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৫.৭৫ লক্ষ নারী বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা পাচ্ছেন। এ খাতে বরাদ্দ ১৮৪৪.৩২ কোটি টাকা। বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা অসহায় নারীদের সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকার প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি চালু করে। ১.০৪ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে জনপ্রতি মাসিক ২০০ টাকা হারে ভাতা প্রদানের মাধ্যমে এ কর্মসূচির যাত্রা শুরু হয়। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মাসিক ৮৫০ টাকা হারে প্রতিবন্ধী ভাতা পাবেন ৩২.৩৪ লক্ষ জন। এ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ৩৩২১.৭৭ কোটি টাকা। এছাড়া প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ নিশ্চিত করতে সরকার 'প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি' প্রবর্তন করে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১.০০ লক্ষ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১১৩.৭১ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

সমাজসেবা অধিদপ্তর সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে ভাতা, উপবৃত্তি ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে ২০১২-২০১৩ অর্থবছর থেকে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে দুরারোগ্য ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ ও থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীকে ও তার পরিবারকে চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে এককালীন ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে ৬০ হাজার জন রোগীর চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের জন্য ৩৬.২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৬০ হাজার চা-শ্রমিককে এককালীন ৬ হাজার টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হবে। এ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ৩৬.২৬ কোটি টাকা।

সরকার ভিক্ষাবৃত্তির মত অমর্যাদাকর পেশা থেকে নিবৃত্ত করার লক্ষ্যে ২০১০ সালে 'ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান' নামে কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে এ যাবত ১৪,৭০৭ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩ হাজার ৫০ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠামূলক কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদপ্তরের অন্যতম কাজের ক্ষেত্র সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠা। দারিদ্র্যবিমোচন ও শোষণমুক্ত দেশগড়ার প্রত্যয়ে পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রমের আওতায় 'পল্লী সমাজসেবা' ও 'পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC)', 'শহর সমাজসেবা কার্যক্রম' এবং 'দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম'সহ মোট ৪টি দারিদ্র্যবিমোচন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এসকল কার্যক্রমের আওতায় শতকরা ৫ ভাগ সার্ভিস-চার্জের বিনিময়ে জনপ্রতি ৫,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত বিনাশর্তে ও জামানতে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে হতদরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আয়বর্ধক কাজে লাগিয়ে সমাজের মূলস্রোতধারায় যুক্তকরণের কাজ অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার নিমিত্ত ৮০টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদনক্রমে 'দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' হিসেবে রূপান্তর করা হয়েছে।

হাসপাতালে আগত গরীব, অসহায় ও দুস্থ রোগীদের রোগী কল্যাণ সমিতি'র মাধ্যমে ঔষধসহ অন্যান্য চিকিৎসা সহায়ক সামগ্রী প্রদান করা হয়ে থাকে। ঢাকা মহানগরীসহ জেলা পর্যায়ে ১১৩টি ও সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৪২০টি, সর্বমোট ৫৩৩টি ইউনিটে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। The Probation of Offenders Ordinance, ১৯৬০ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রবেশন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ৬৪টি জেলা এবং ৬টি মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতসহ ৭০টি ইউনিটে প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ ও সংশ্লিষ্ট বিধি, ১৯৬২ এর আওতায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন প্রদান করে যাচ্ছে। বর্তমানে সারাদেশে ৭০২৫৬টি নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প

সমাজসেবা অধিদপ্তর সমাজের দুস্থ, অসহায় ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের মূলস্রোতধারায় অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। চলতি অর্থবছরের এডিপিভুক্ত ২৬টি বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে ৬৯০ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পসমূহের মধ্যে সরকারি শিশু পরিবার এবং ছোটমণি নিবাস নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পুনঃনির্মাণ, কোনাবাড়ি, গাজীপুর , বিদ্যমান শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (৩টি) এর সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাংলাদেশের প্রান্তিক পেশাজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় ফেইজ), ট্রানজিট শেল্টার হোম, কিডনি হাসপাতাল স্থাপন, সিলেট, ভাষা সৈনিক শহীদ সালাম মেমোরিয়াল প্রতিবন্ধী সেবা কেন্দ্র এবং কমিউনিটি হাসপাতাল নির্মাণ, দাগনভূঁঞা, ফেনী, দুস্থ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানমূলক কাজে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে ১ম পর্যায়ে ২২টি জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ২য় পর্যায়ে ৪২টি জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা সেবা প্রদানের আধুনিকীকরণের জন্য ক্যাশ ট্রান্সফার মর্ডানাইজেশন (সিটিএম) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের রোহিঙ্গা শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে প্রকল্পটির ২য় পর্যায়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাবৃদ্ধি

সমাজসেবা অধিদপ্তরের কাজের পরিধি বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমিতে কর্মকর্তাদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও রিফ্রেসার্স কোর্স আয়োজন করা হচ্ছে। অন্যদিকে সমাজসেবা অধিদপ্তরের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য ৬টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিষয়ভিত্তিক ইনহাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ সমাজসেবা অধিদপ্তর তৃতীয় জাতীয় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯-এ শ্রেষ্ঠ সরকারি দপ্তর হিসেবে পুরস্কার লাভ করে।

উপসংহার

সমাজসেবা অধিদপ্তর জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মূলমন্ত্র 'Leave No One Behind' ধারণ করে, যা জুলাই বিপ্লবের চেতনা ও জনপ্রত্যাশার আলোকে বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করবে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিস্তৃত কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্যভিত্তিক একটি পরিপূর্ণ কল্যাণরাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বর্তমানে সরকারের ২৭টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে, যার ২২টি কর্মসূচিই বাস্তবায়ন করছে সমাজসেবা অধিদপ্তর। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সমাজসেবা অধিদপ্তরকে এ গুরুদায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো সংশোধন ও যুগোপযোগীকরণের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্টেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মসূচি বাস্তবায়নে অংশীজনের আন্তরিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ একটি কল্যাণরাষ্ট্রের মর্যাদায় উন্নীত হবে। এ লক্ষ্যঅর্জনে অর্পিত দায়িত্ব সততা ও দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নে সমাজসেবা অধিদপ্তর অঙ্গীকারাবদ্ধ।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৮ পৌষ ১৪৩১
০২ জানুয়ারি ২০২৫

বাণী

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ০২ জানুয়ারি 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস, ২০২৫' উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'নেই পাশে কেউ যার, সমাজসেবা আছে তার', যা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তর দেশের দরিদ্র, প্রবীণ ব্যক্তি, সুবিধাবঞ্চিত শিশু, প্রতিবন্ধী, কিশোর-কিশোরী, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা নারী, গুরুতর অসুস্থ রোগী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ অসহায় মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যাপক বিনিয়োগের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মুখে হাসি ফোটাতে সমাজসেবা অধিদপ্তর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করছে।

তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতা জিটুপি পদ্ধতিতে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস ও ব্যাংকের মাধ্যমে মানুষের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে যাচ্ছে। বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৩৯ হাজার ৮৬৬ জন মানুষকে সেবা দেয়া হচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ কর্মসূচি খাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১০ হাজার ৫৫৯ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সমাজসেবা অধিদপ্তর সীমিত জনবল ও সম্পদ নিয়ে মোট ৫৪টি জনহিতকর কর্মসূচি দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করছে, যা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে জুলাই বিপ্লবে আহত ছাত্র-জনতাসহ প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ চিকিৎসাসেবা ও সহায়তা পাচ্ছে।

আমি 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস, ২০২৫' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করছি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

بسم الله الرحمن الرحيم

উপদেষ্টা
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'নেই পাশে কেউ যার, সমাজসেবা আছে তার'- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ০২ জানুয়ারি 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস, ২০২৫' উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের দুস্থ, অসহায়, অনগ্রসর, প্রান্তিক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়ন এবং সমাজের অনগ্রসর অংশকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়সহ জেলা ও উপজেলা মিলিয়ে মোট ১,০৩৬টি কার্যালয় রয়েছে, যার মাধ্যমে ৫৪টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ অধিদপ্তর সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের নিমিত্ত সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কল্যাণসাধন ও ক্ষমতায়নের কাজ করে যাচ্ছে। সুসংহত এসকল সেবা প্রদানের ফলে দেশের জনগণের জীবনমান উন্নত হচ্ছে।

সরকার জুলাই বিপ্লবের চেতনা ও নতুন প্রজন্মের প্রত্যাশাকে ধারণ করে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় জনস্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সৃজনশীল উপায়ে সেবা সংস্কারের মাধ্যমে সরকারি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

আমি বিশ্বাস করি, জাতীয় সমাজসেবা দিবস, ২০২৫ উদ্‌যাপনের ফলে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও উৎসাহী ব্যক্তিগণ জনকল্যাণমুখী কাজে উজ্জীবিত হবে।

জাতীয় সমাজসেবা দিবস, ২০২৫ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি এবং দিবসটি উদ্‌যাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(শারমীন এস মুরশিদ)

بسم الله الرحمن الرحيم

সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ০২ জানুয়ারি 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস, ২০২৫' উদযাপিত হচ্ছে। এ বছর দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে 'নেই পাশে কেউ যার, সমাজসেবা আছে তার'-যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বৈষম্যমুক্ত ও শোষণহীন কল্যাণরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজের দরিদ্র, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, জীবনমান উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ৫৪টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ মন্ত্রণালয় সমাজসেবা অধিদপ্তরের হাসপাতাল সমাজসেবা কার্য্যক্রমের মাধ্যমে জুলাই বিপ্লবে আহত ২২৩৩ ছাত্র-জনতাকে এখন পর্যন্ত ২ কোটি ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আর্থিক ও উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম ও শহর সমাজসেবা কার্য্যক্রমের আওতায় সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদপ্তর দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও তরুণ-তরুণীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। সরকারের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর অধীন নিবন্ধিত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও সমাজের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বিধান সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র। এ মন্ত্রণালয় সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে চলতি অর্থবছরে ৬০.০১ লক্ষ ব্যক্তিকে বয়স্কভাতা, ২৭.৭৫ লক্ষ নারীকে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, ৩২.৩৪ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী ভাতা, ১.০০ লক্ষ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপবৃত্তি, ৬০ হাজার দুরারোগ্য ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ ও থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীকে ৫০ হাজার টাকা এককালীন সহায়তা, ৬০ হাজার চা-শ্রমিককে ৬ হাজার টাকা করে এককালীন সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়া ৯১ হাজার অনগ্রসর, ১১ হাজার বেদে ও ১৩ হাজার হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ভাতা, উপবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া পিতৃ-মাতৃহীন, দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রতিবন্ধী শিশুদের আবাসন, ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তর ও অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার বিশাল অবকাঠামো ও দক্ষবল রয়েছে, যার মাধ্যমে সুনামের সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা ও জুলাই বিপ্লবের চেতনায় সমাকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। সমাজসেবা দিবস, ২০২৫ উপলক্ষ্যে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

আমি জাতীয় সমাজসেবা দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। একইসাথে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

(ড. মোঃ মহিউদ্দিন)